দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 NOV ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেএসসি পরীক্ষায় অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী

রবিবার হইতে শুরু হইয়াছে জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। এই দুই পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণি স্তরের ১৯ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিবার কথা। কিন্তু পরীক্ষার প্রথম দিনে অনুপস্থিত ছিল ৬৮ হাজার ১৫৫ জন পরীক্ষার্থী। অন্যদিকে, আরেকটি খবর হইতে জানা যাইতেছে যে, যেইসব শিক্ষার্থী ২০০৯ সালে প্রাইমারি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে দুই লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী এইবারের পরীক্ষায় অংশ নিতেছে না। যদিও সরকারের দিক হইতে দাবি করা হইয়াছে যে, শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার হার সাম্প্রতিক সময়ে কমিয়াছে; কিন্তু পরিসংখ্যান হইতে যাহা জানা যাইতেছে তাহা খুব আশাপ্রদ চিত্র নহে। তিন বছরে দুই লাখ শিক্ষার্থীর ঝরিয়া যাওয়া এবং পরীক্ষার প্রথম দিনেই ৬৮ হাজার শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির বিষয়টি উদ্বেগের।

বর্তমান সরকার বিভিন্ন খাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাদের সাফল্যের চিত্রটিও উল্লেখ করিবার মতো। আর এই অর্জনের অংশটিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে শিক্ষা খাতের সাফল্য। ৪০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তাহা বাস্তবায়ন, ২৩ কোটি পাঠ্যবই বিনামূল্যে প্রদান, প্রাথমিক স্তরে ৯৯ ভাগের বেশি শিশুকে স্কুলে লইয়া আসিতে পারা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গসমতা অর্জন, নূতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার গুণগত মান বাড়াইতে সাড়ে তিন লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ, ৮০ হাজার নূতন শিক্ষক নিয়োগ, ঝরিয়া পড়ার হার ৪৮ ভাগ থেকে কমাইয়া ২১ ভাগে নামাইয়া আনাসহ শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারের তৎপরতাও চোখে পড়িবার মতো। তবে উচ্চশিক্ষায় নূতন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সরকারের তেমন কোনো সাফল্য নাই। বিশেষত দলীয় উপাচার্য-প্রশাসক নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি আরও জাঁকিয়া বসিয়াছে। অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠকার্যক্রম বারবার বিঘ্নিত হইয়াছে। মোটের উপর শিক্ষার মান বাড়ে নাই এবং বিশেষত গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানো লইয়া সরকারের কোনো পরিকল্পনার কথা শোনা যায় নাই। উল্টা প্রধানমন্ত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজস্ব তহবিল বাড়াইতে পরামর্শ দিয়াছেন। অথচ গবেষণা ব্যতীত নূতন জ্ঞান সৃষ্টি হইবার কোনো উপায় নাই।

যাহা হউক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সরকারের সাফল্যগুলি আরও সুসংহত হইতে পারিত যদি ঝরিয়া পড়ার হার আরও কমাইয়া আনা যাইত। কী পরিস্থিতিতে বা কী কারণে প্রথম দিনেই ৬৮ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকিল তাহার তদন্ত হওয়া দরকার। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় না হউক, একটি অনুসন্ধান হওয়া দরকার। ইহা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে যতদূর সম্ভব আগাইয়া দিবার প্রক্রিয়ায় সরকারি উদ্যোগকে অধিক কার্যকর করিবার প্রয়োজনে।